দৈনিক জনকণ্ঠ
01 JUL 2017

শিক্ষাঙ্গনে আবশ্যিক হোক খেলাধুলা

শিক্ষা জীবনব্যাপী বিস্তৃত। শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা অর্জিত হয় পরিবারে, সমাজে, খেলার মাঠে এবং সর্বত্র।

শারীরিক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অংশ। শারীরিক শিক্ষা ছাড়া সাধারণ শিক্ষা অর্থহীন ও অসম্পূর্ণ। এতসব কথা জানা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি খুবই সঙ্কুচিত এবং অবহেলিত অবস্থায় আছে, যা মোটেও কাম্য নয়। অনেক বছর পর জেএসসি এবং এসএসসিতে বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করা হয়েছে। আবার শোনা যাচ্ছে, গত সেপ্টেম্বর ২০১৬ কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ মহোদয়গণ এ বিষয়টিকে বাদ বা ঐচ্ছিক করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। শিক্ষাবিদদের এ সুপারিশ নাকি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কথাটি শুনে শারীরিক শিক্ষার সঙ্গে যে সব ব্যক্তি জড়িত রয়েছে, তাদের মনে খুবই কষ্ট লাগার কথা। কারণ শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে খুবই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। কো-কারিকুলাম একটিভিটিস অর্থাৎ খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন ইত্যাদি না থাকলে সাধারণ শিক্ষায় প্রাণ ফিরে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষাকে উজ্জীবিত, কর্মক্ষম দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য এ শিক্ষাটি দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করা জরুরী। যে দেশে সাধারণ শিক্ষা উন্নত সে দেশে শারীরিক শিক্ষাও তত উন্নত। সাধারণ শিক্ষার সাহায্যে দেশ ও জাতি যতটুকু উন্নতি করতে পারে, শারীরিক শিক্ষার সাহায্যে আরও বেশি উন্নতি করতে পারে বা পরিচিতি লাভ করা যায়। যেমন বিশ্ব অলিম্পিকে যে সব দেশ অংশগ্রহণ করে পদক লাভ করেছে, যে সব দেশকে সবাই চিনেছে। পৃথিবীর মধ্যে সে দেশের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠেছে এবং জয়ী খেলোয়াড় তার দেশের জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে পদক গ্রহণ করছে। বিশ্বের দ্রুততম মানব উসাইন বোল্টের নাম ও তার দেশের নাম সবাই জানে এবং চেনে। উসাইন বোল্ট বললে বোঝায় জ্যামাইকার সন্তান আর মাইকেল ফেলেপস বললে পৃথিবীর সব মানুষ এক নামে চেনে মার্কিন সাঁতারু। পেলে বললেই চেনে ব্রাজিল আর ম্যারাডোনা, মেসি বললে আর্জেন্টিনা। এতবড় বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় তৈরি করতে তাদের দেশ ও জাতিকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এবং শারীরিক শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। আজ খেলাধুলায় যে সব দেশ উন্নত এবং বিশ্ব পরিচিত খোঁজ নিলে দেখা যাবে সে সব দেশে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হচ্ছে। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে টার্গেট ঠিক করে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল পাচ্ছে। কথায় বলে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল, সুস্থ দেহ সুন্দর মন। এই কথাগুলো কে না জানে? রোগমুক্ত শরীর গঠন করতে হলে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সমাজে অপরিসীম। যে শিক্ষাটি সমাজের মানুষের এত উপকার করে, সে বিষয়টি আজ আমাদের দেশে অবহেলিত। শারীরিক শিক্ষা আমাদের শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখে কথাটি জানা সত্ত্বেও বিষয়টির প্রতি আমাদের এত অবহেলা দেখলে খুবই কষ্ট লাগে। মানুষ শারীরিক এবং কায়িক পরিশ্রম না করার কারণে তাদের বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে মানসিক এবং শারীরিকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। একজন ডায়াবেটিস রোগী জানে তার শারীরিক এবং কায়িক পরিশ্রম কতটুকু প্রয়োজন। দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদরা ভালভাবে বিষয়টির উপলব্ধি করেও তার প্রতি এত নেতিবাচক, যা খুবই হতাশ এবং আশাহত করেছে।

শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করে প্রশিক্ষণ কর্মশালা তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশের বৃহত্তর বিভাগগুলোতে ১টি করে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এ শিক্ষার উচ্চতর শিক্ষার পথ সুগম করতে হবে। বলাবাহুল্য বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আলাদাভাবে কোন শারীরিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে এ শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান কতটুকু? তাই বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। শারীরিক শিক্ষার পথকে আরও বেশি প্রশস্ত করতে হবে।

উইলিয়ামসের মতে, শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির শারীরিক ও সামাজিক এবং অন্যান্য দিকের সুষম উন্নতি ঘটিয়ে ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা। বুক ওয়াল্টার বলেছেন, শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিকগুলোর সুসমন্বিত বিকাশ সাধন। এই বিকাশ সাধনের উপায় হলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও নিয়মনীতি অনুসারে পরিচালিত খেলাধুলা, ছন্দময় ব্যায়াম এবং জিমন্যাস্টিকস্ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করা। পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, কোন বিষয় বা শিক্ষাকে বড়, ছোট ভাবা ঠিক নয়। সব বিষয় বা শিক্ষাকে সমান মূল্যায়ন করা উচিত। শারীরিক শিক্ষাকে একেবারে মূল থেকে তুলে এনে পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর মতো উন্নত করা উচিত। আমাদের এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষা বিশ্বমানের হলে বিশ্ব অলিম্পিকসহ আন্তর্জাতিক পদক পাওয়া খুব সহজ হবে। তাই আমাদের সকলের উচিত এ শিক্ষাটিকে যথাযথ সম্মান এবং মূল্যায়ন করা।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
কোটবাড়ি, কুমিল্লা